ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২৪ বছরে প্রথম সংসার ভাঙার খবর, ২৮ বছরে কাজলের অন্য পুরুষকে চুমু!

পৃঃ ৫

মাইলফলকের ম্যাচে কোহলির অনন্য কীর্তি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২০৭ ● কলকাতা ● ১১ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ২৮ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিদেশে টাকা পাচার করতে যায় অভিষেক!

বিস্ফোরক সোনালী গুহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিদেশে টাকা পাচার করতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়! আর তা আমি জানি। বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সোনালী গুহ। দীর্ঘদিন পর ফের একবার রাজনীতির ময়দানে ফিরেছেন তিনি। তবে তৃণমূল নয়, বিজেপির হয়েই ঝান্ডা ধরেছেন সোনালী গুহ।তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা বলেই মনে করেন না তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিডার বলে মনে করি। কিন্তু অভিষেক কোনও কলেজ কিংবা ছাত্র রাজনীতিই করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপ বলে এত বড় সুযোগ পেয়ে গেলেন বলে দাবি সোনালি গুহের।

যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সোনালি গুহের এহেন বিস্ফোরক দাবি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা।একেবারে পুরোদমে বিজেপির হয়ে রাজনৈতিক ময়দানে নেমেই ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে একের পর এক বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকারের। এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি যাত্রা নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন তিনি।বুধবার সকালেই কলকাতা ছেড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উড়ে গিয়েছেন দুবাইতে। শোনা যাচ্ছে, সম্ভবত দুবাই হয়ে আমেরিকা যাওয়ার কথা রয়েছে তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ডের। ইডি-র তরফে সবুজ

এরপর ৩ পাতায়

শুভেন্দুদের বাংলা নিয়ে কী 'প্ল্যানিং' হয়েছিল,

বিধানসভা জানালেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় কড়া ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজমদাররা। সেই বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেই তথ্যও তৃণমূলের কাছে রয়েছে বলে দাবি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।উল্লেখ্য, গতকাল দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরার পর শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বৈঠকের বিষয়ে। তখনও তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। বিরোধী দলনেতা বলেছিলেন, 'কী আলোচনা হয়েছে, তা সংবাদমাধ্যমে বলার নয়। আপনারা বৈঠকের ছবিও পাননি, পাবেনও না। বৈঠকে যা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ভালর জন্যই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যই আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিত্রাণ পাবেন।' বিজেপির রুদ্ধদ্বার বৈঠক নিয়ে আজ বিধানসভায় কার্যত বিস্ফোরক মমতা। বললেন, 'দিল্লি গিয়ে প্ল্যানিং করেছে। আমাদেরও তো সোর্স আছে। বৈঠকে ছিলেন (বিজেপির) রাজ্য সভাপতি।'

দিল্লিতে বিজেপির বৈঠক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিধানসভায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হল, তৃণমূলের ভোট ভাগ করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। রাজ্যের ভোটারদের ভাগাভাগির বিষয় নিয়েও বিজেপির আলোচনা হয়েছে বলে দাবি মমতার। উল্লেখ্য, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল এই ধরনের আক্রমণ বিগত দিনগুলিতে বার বার অভিযোগ করে এসেছে। তা ছিল রাজনৈতিক সভা থেকে, মিছিল থেকে। তবে আজ বিধানসভায় মমতা যে মন্তব্য করলেন, তা তৃণমূল নেত্রী হিসেবে নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেব। সেখানে প্রতিটি মন্তব্য কার্যবিবরণীতে রেকর্ড হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজ বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উলুবেড়িয়ার পুনর্নির্বাচনের

নির্দেশ দিয়েছে আদালত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের নথি বিকৃত করার মামলায় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-সহ তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করল কলকাতা হাই কোর্ট নিযুক্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটি। বৃহস্পতিবার ওই কমিটির সদস্যেরা আদালতে রিপোর্ট জমা দেন। সেখানেই তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হয়েছে।এই মামলায় উলুবেড়িয়ার সংশ্লিষ্ট আসনটিতে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বলা হয়েছে, উলুবেড়িয়ার বহিরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন শূন্য হিসাবে ঘোষণা করতে হবে। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থীর এই আসনে লড়ার অধিকারই নেই। পাশাপাশি, আদালত জানিয়েছে, রাজ্যকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে আসনটিতে পুনর্নির্বাচনের দিন ঠিক করতে হবে।আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আদালতের পর্যবেক্ষণ, উলুবেড়িয়ার এসডিও শমীককুমার ঘোষ, বিডিও নিলাদ্রীশেখর দে, জাতি শংসাপত্র বিভাগের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর কৃপাসিন্ধু সামইয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা উচিত। উলুবেড়িয়ার সংশ্লিষ্ট আসনটি ওবিসি সংরক্ষিত। সিপিএম প্রার্থী কাশ্মিরা ওবিসি সম্প্রদায়ের। কিন্তু তদন্তের সময় তৃণমূল প্রার্থী

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

লোক লজ্জার ভয়ে ও টাকার

লোভে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পরল মা

গোপাল শীল : নিউজ সারাদিন : নিজের গর্বজাত ১১ দিনের সন্তানকে দু লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছেন গর্ভধারিনী মা। তুই অপরাধী ওই গর্ভধারিনী মা সহ মধ্যস্থতাকারী ও ক্রেতা সহ চারজনকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ওই মহিলার নাম শুক্লা দাস। নরেন্দ্রপুর থানার খেয়াদহ দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাভুতিয়া এলাকার বাসিন্দা। শিশু বিক্রির অভিযোগ পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ শুক্লা দাস সহ চারজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর চার বছর আগে শুক্লা দাসের স্বামী মারা যান। পরে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়েন শুক্লা দাস। তার জেরেই সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠেন। ওই গর্ভজাত সন্তানকে নষ্ট করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা নেন শুক্লা দাস। বিষয়টি জানতে পারেন তার প্রতিবেশী শান্তি মন্ডল ও তার স্বামী তাপস মন্ডল। শান্তি মন্ডল আর শুক্লা দাস পরিকল্পনা করে ওই সন্তান নষ্ট না করে ভূমিষ্ঠ করার চিন্তাভাবনা নেন। এবং মোটা টাকার বিনিময়ে ওই সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন ওই দুই মহিলা। আয়ার কাজ করার সুবাদে শান্তি মন্ডল পঞ্চশায়ার থানা এলাকার বাসিন্দা নিঃসন্তান ঝুমা মাঝিকে বিক্রি করে দু লক্ষ টাকার বিনিময়ে। আর এই খবরটি কিছুক্ষণের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়। প্রতিবেশী উত্তম হালদার সন্তান বিক্রির ঘটনাটা জানতে পেরে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনা তদন্তে নেমে শুক্লা দাস শান্তি মন্ডল তার স্বামী তাপস মন্ডল ও সদ্যোজাতকে কেনার অভিযোগে ঝুমা মাঝিকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। মধ্যস্থতাকারী ধৃত শান্তি মন্ডল কোন শিশু পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে কিনা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

ভাগবতপুর গড়ে ওঠার ৪৭ বছরের ইতিহাসের সর্বপ্রথম

কুমির তৈরি করল বাঁসা। যা বিরলতম ঘটনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুন্দরবনের সপ্তমুখী নদীর চরে গড়ে ওঠা এশিয়া বিখ্যাত ভাগবৎপুর কুমির প্রকল্প পর্যটক এর অভাবেই ধুঁকছে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সুন্দরবনের সপ্তমুখী নদীর ধারে গড়ে ওঠা কুমির প্রকল্প ভাগবতপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের এই কুমির প্রকল্প গড়ে ওঠে ১৯৭৬ সালে, এখানে ডিম থেকে কুমিরের প্রজনন করানো হয়, এখানে শান্ত নোনা জলের কুমিরের জন্য বিখ্যাত। চারটি তৈরি করা পুকুরে ১৩ টি কুমির রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই সর্বপ্রথম কুমিরে তার বাসা করেছে আর কুমিরের বাঁসা দেখতে কিছু কিছু ভিড় করছে তবে ডিম থেকে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন করা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকায় কুমিরের বাসা থেকে ডিম গুলো বার করা হয়নি। তবে ওই ডিম থেকে যে বাচ্চা হবে সেটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে জঙ্গলে এই সময় হরিণ, বন্য শুওর দেখতে পায় পর্যটকরা। তবে সেই পর্যটন কেন্দ্রের দিন দিন পর্যটক কমে যাচ্ছে। তার একটাই কারণ যানবাহন চলাচলের অভাব। পাথরপ্রতিবার বিধায়ক সমীর জানার উদ্যোগে জগদ্দল নদীর উপরে একটি ব্রিজ তৈরি হয় কত বছর, আর তার কয়েক মাসের মধ্যেই বাস গাড়ি চলাচল শুরু হয়। তারপর থেকেই পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়, কিন্তু হঠাৎ করে গত বৈশাখ মাস থেকে গাড়িগুলো চলাচল বন্ধ করে দেয়, এলাকাবাসীদের কথা অনুযায়ী গাড়ি রাখার কোন স্ট্যান্ড বা জায়গা না থাকায় গাড়িগুলো বাধ্য হয়ে চলে গেছে। আর পাথরপ্রতিমা বাজার থেকে ভাগবতপুর কুমির প্রকল্প প্রায় ১০ কিলোমিটার, আর এতটা জায়গা পায়ে হেঁটে আসা সম্ভব নয় তাই পর্যটকদের নির্ভর করতে হয় মেসিন ভ্যান কিংবা টোটোর উপরে, যার ভাড়া শুনলে আঁতকে উঠে পর্যটকরা, তাই আস্তে আস্তে পর্যটক যে কমছে সেটাই বলাবাহুল্য। অন্যদিকে এই পৃথিবী বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র গত ২০২০ এর মে মাসে আমফানে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আজও পর্যন্ত সেই পর্যটন কেন্দ্রের ভেঙে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বিশ্রামাগার সারানো সম্ভব হয়নি, এখানকার বর্তমানে যিনি রেঞ্জার রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই পর্যটন কেন্দ্রটি পর্যটকদের আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য। আগামী দিনে হয়তো সেটা সম্ভব হবে।

বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে

মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর উদ্বেগ প্রকাশ

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু একটি প্রতিনিধিদলের সাথে আজ কেন্দ্রীয় গ্রামীণ ও পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর সাথে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে একটি প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। অর্ণব চট্টোপাধ্যায় জানান, ওই প্রতিবেদনে বাংলার পঞ্চায়েতি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রী সড়ক যোজনা। বিজেএমসি সভাপতি মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বলেছেন। বিজেএমসি সভাপতি দাবি করেছেন যে মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি পঞ্চায়েত বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছেন। এরপর তিনি বিষয়টি দেখবেন। এই প্রতিনিধি দলে সেলের নেতা ও অ্যাডভোকেট প্রসূন মুখার্জি, বিমল মহাপাত্র, সুনীল ব্যাঙ্কার, রাজু আয়েঙ্গার উপস্থিত ছিলেন।

২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির তৃতীয় বর্ষে এর

সাফল্যের নানা দিকের ওপর আলোকপাত

কলকাতা, ২৬ জুলাই, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (এনআইটিটিটিআর)-এর উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র সফল রূপায়ণের তৃতীয় বর্ষে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাচক্রে এনআইটিটিটিআর-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ মিশ্র জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। তিনি জানান, এনআইটিটিটিআর জাতীয় শিক্ষানীতির সফল রূপায়ণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার পেশাদারদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করার জন্য নতুন শিক্ষানীতিতে প্রফেসর অফ ক্যাটেগরি শাখা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে শিল্প সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পাঠদান করা যাবে। এনআইটিটিটিআর প্রফেসর অফ ক্যাটেগরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কল্যাণীর আইআইআইটি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক শান্তনু চট্টোপাধ্যায় বলেন, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি সেই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তাঁদের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের বই অনুবাদের কাজ করছে। শিবপুর আইআইইএসটি-র অ্যাকাডেমিক ডিন অধ্যাপক সুদীপ কুমার রায় জানান, নতুন শিক্ষানীতিতে বহু ছাত্রছাত্রী নিজের বিষয়ের পাশাপাশি পছন্দমতো অন্যান্য বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করতে পারেন। কলকাতার আইএসিএস-এর অধ্যাপক সুহৃদ ঘোষ এই শিক্ষানীতির নমনীয় দিকের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সর্বজিৎ সেনগুপ্ত নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনা প্রয়োগের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হলকর্ষণ এবং বৃক্ষরোপণের মতো বিভিন্ন কর্মসূচী বহুদিন থেকেই পালিত হয়ে আসছে। কলকাতার সিএসটিএআরআই-এর ডিরেক্টর ডঃ এম আর অরবিন্দন বলেন, মানবসম্পদ মন্ত্রকের পরিবর্তে পৃথক একটি শিক্ষা মন্ত্রক গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তাব রাখা হচ্ছিল। বর্তমানে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। একইসঙ্গে, শ্রম মন্ত্রক থেকে দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রককে পৃথক করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা মন্ত্রক এবং দক্ষতা বিকাশ মন্ত্রকের দায়িত্ব একই ব্যক্তি পালন করায় জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। কলকাতার আইআইএসইআর-এর অধ্যাপক বিদিশা সিনহা জানান, দীর্ঘদিনের প্রাচীন

এরপর ৩ পাতায়

সাধারণ পোশাকে ভাঙড়-কাশীপুরে নজরদারি চালাবে

কলকাতা পুলিশের স্পেশাল নেটওয়ার্ক

কলকাতা, ২৭ জুলাই: নিউজ সারাদিন : এ বার থেকে বারুইপুর জেলা পুলিশের অন্তর্গত ভাঙড় ও কাশীপুর থানা এলাকায় উর্দিতে না, বরং সাধারণ পোশাকে চলবে কড়া নজরদারি ।পাওয়ার গ্রিডকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই খবরের শিরোনামে এসেছে জমি রক্ষা কমিটি এবং ভাঙড় এলাকা । যখন পুলিশকে ভাঙড়ের বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি এবং সেখানে অবাধ সন্ত্রাস চলেছে, সেই সময়ে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের মদত থাকলেও থাকতে পারে বলে আশংকা করেছিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । অর্থাত ভাঙড়ে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছাড়ায় এবং বাইরে থেকে ইন্ধন জুগিয়ে যাতে এলাকার আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, তার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ।কাজ করবে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল নেটওয়ার্ক । পুলিশ সূত্রের খবর, এ বার বারুইপুর জেলা পুলিশের অধীনস্থ ভাঙড় ও কাশীপুর-সহ একাধিক উত্তপ্ত এলাকা কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দাদের নজরবন্দি হতে চলেছে । কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দাদের পাশাপাশি ওই উত্তপ্ত এলাকায় নজরদারি চালাবেন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারাও ।

লালবাজার সূত্রের খবর, এ বার থেকে ভাঙড় ও কাশীপুর-সহ বিভিন্ন থানায় রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি আপাতত অতিরিক্ত নজরদারি থাকবে লালবাজারের । তবে সেটি খাতায়-কলমে নয় । এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক গোয়েন্দা কর্তা নিজের নাম প্রকাশ করতে না চেয়ে বলেন, "কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দাদের অ্যারেস্টিং পাওয়ার যথেষ্ট । অর্থাত তাঁরা চাইলে রাজ্যের বা রাজ্যের বাইরে থেকেও যে কোনও অভিযুক্তকে সন্দেহের বশে গ্রেফতার করতে পারে । ভাঙড় থানা যতদিন না কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ হচ্ছে, ততদিন থানার বাইরে থেকে ওই এলাকায় নজরদারি চালাবে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ।"গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পুলিশের নগরপাল বিনীত গোয়েল এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপি মনোজ মালভিয়াকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে বারুইপুর জেলা পুলিশের আওতাধীন ভাঙড় থানাকে অবিলম্বে কলকাতা পুলিশের আওতাধীন করা হয় । তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আজ দুপুরে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইডি) আরিশ বিলাল-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা প্রাথমিকভাবে কাশীপুর ও ভাঙড় থানা-সহ মোট সাতটি থানা ইন্সপেকশন করেন ।সেখানকার রাজ্য পুলিশের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে ওই এলাকার অপরাধের ধরন বা নেচার অফ ক্রাইমের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করেন । এছাড়াও ওই সকল এলাকার পুলিশের রেকর্ডে থাকা মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল থেকে শুরু করে ছোটখাটো অভিযুক্ত ও অপরাধীদের একটি নামের তালিকাও সংগ্রহ করেছে কলকাতা পুলিশের এই বিশেষ টিম ।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

উলুবেড়িয়ার পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত

লুতফানেসা বেগম স্বীকার করে নেন, ওবিসি সম্প্রদায়ের নন। অথচ অসত্য তথ্য দিয়ে তাঁকে ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল। অর্থাত, তৃণমূল প্রার্থীর ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতাই নেই। কিন্তু তথ্য বিকৃত করে সিপিএম প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী। সমগ্র প্রক্রিয়ায় সরকারি আধিকারিকেরা যুক্ত।সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করতে হবে। তাঁদের সাসপেন্ড করার বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়নপত্র বিকৃত করার অভিযোগ তুলে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উলুবেড়িয়ার দুই প্রার্থী। বিডিও-র বিরুদ্ধে মনোনয়নপত্র বিকৃত করার অভিযোগ তুলেছিলেন তাঁরা। উলুবেড়িয়া-১ ব্লকের কাশ্মীরা বিবি, ওমজা বিবির অভিযোগ ছিল, তাঁদের নথি বিকৃত করা হয়েছে। তার ফলেই স্ক্রুটিনি থেকে বাদ চলে যায় এই প্রার্থীদের নাম।বিডিও-র কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের হয়ে মামলাটি লড়ছেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। মামলাটি বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চে উঠেছিল। তিনি শুনানির পর এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নথি সত্যিই বিকৃত করা হয়েছিল কি না, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তিনি খতিয়ে দেখতে বলেছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য সরকার।

বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে-র নেতৃত্বে একটি এক সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। কমিটিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলা হয়। কমিটি তদন্ত শেষ করে বৃহস্পতিবার আদালতে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মামলাকারীদের অভিযোগ সত্যি। সংশ্লিষ্ট বিডিও, এসডিও এবং আরও এক আধিকারিককে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হয়েছে কমিটির রিপোর্টে।কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, এসডিও এবং বিডিও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা তৃণমূল প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতাতে সাহায্য করেছেন। কমিটির তথ্যানুসন্ধানে খুশি আদালত।

১-ম পাতার পর

বিদেশে টাকা পাচার করতে যায় অভিষেক'! বিস্ফোরক সোনালী গুহ

সঙ্কেত না পাওয়ায় অভিষেক সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বলেছিলেন, বিদেশ যাত্রা অধিকারের মধ্যে পড়ে। আর এর মধ্যেই কলকাতা ছেড়েছেন অভিষেক। আর তাঁর দুবাই যাত্রা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা।

আর এর মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি সোনালি গুহের। ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তাঁর দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশে যান টাকা পাচার করতে। আর তা আমি জানি। হিউজ টাকা। ওকে ধরা খুবই কঠিন বলেও দাবি প্রাক্তন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোদ্ধার।

হাসিনার মন্ত্রীর মুখে এই বাংলার কথা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেশে সাধারণ নির্বাচন হলে তারা ভোটে অংশ নেবে না। বেগম খালেদা জিয়ার দলের দাবি, নিরপেক্ষ ভোট করতে হলে কোনও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তা করা প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তথা আওয়ামি লিগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হাছান মাহমুদ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সে সবের কোনও সম্ভাবনাই নেই।নেটমাধ্যমে যে ভাবে কুতসা ছড়ানো হচ্ছে তা নিয়েও বৃহস্পতিবার সরব হন মাহমুদ। তাঁর কথায়, "নেটমাধ্যমকে স্থানীয় আইনে নথিভুক্ত করেছে ভারত। পশ্চিমের একাধিক দেশও তাই করেছে।'' বাংলাদেশ সরকারও সে বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে মাহমুদ জানিয়ে দিলেন, হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারই ভোটে যাবে। সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করবে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন।বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রীর দাবি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোট বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত নয়। তিনি বলেন, 'সংবিধান স্বীকৃত নয় বলে তা করার সুযোগ নেই। সংবিধান অনুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হবে।" এই প্রসঙ্গেই উদাহরণ দিয়ে মাহমুদ বোঝাতে চান, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কতটা কঠোর! সেই সঙ্গে নাম না-করে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের প্রসঙ্গও টানেন হাসিনার দলের ওই শীর্ষ সারির নেতা। মাহমুদ বলেন, "সম্প্রতি বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে। বরিশালে এক জনকে ঘুষি মারা হয়েছিল। সেই ঘটনায় আশপাশের সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।" এর পরেই তিনি বলেন, "আপনাদের এখানে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কী হয়েছে দেখেছেন!" ঢাকার একটি উপনির্বাচনের উদাহরণ দিয়ে হাসিনার মন্ত্রী বলেন, "এক জনকে হেনস্থা করা হয়েছিল। সেখানেও কমিশন ব্যবস্থা নিয়েছে।"এর পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় বাংলাদেশের শাসক দলের অসন্তোষের কথাও জানান মাহমুদ। তাঁর কথায়, "গাইবান্ধার ভোটে কয়েকটি জায়গায় জাল ভোটের অভিযোগ উঠেছিল। তার পর গোটা নির্বাচনটাই বাতিল করে দিয়েছিল কমিশন। সেই সময়ে আমি মন্ত্রী হিসাবে এবং দলের তরফে প্রতিবাদ করেছিলাম।" মাহমুদ বোঝাতে চান, আইন করে নির্বাচন কমিশনকে অনেকটাই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এবং তারা যে ভাবে ভোট পরিচালনা করছে তা নজিরবিহীন। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা মানতেই চাইছেন না তাঁরা। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বৃহস্পতিবার দাবি করেছেন, বিএনপি নেতাদের একটি বড় অংশ ভোট বয়কটের দলীয় লাইনের সঙ্গে একমত নন। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের একাংশের মতে, প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করতে কৌশলে ওই মন্তব্য করেছেন মাহমুদ।বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে পশ্চিমি দেশগুলি, বিশেষত, আমেরিকা যে সমালোচনা করছে, বৃহস্পতিবার তারও জবাব দিতে চেয়েছেন মাহমুদ। তাঁর কথায়, "অনেক দেশের থেকে বাংলাদেশে মানবাধিকার ভাল জায়গায় রয়েছে।" এই প্রসঙ্গে হোয়াইট হাউসের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে মাহমুদ বলেন, "আমেরিকায় যে ভাবে জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করা হয়েছিল, হেরে যাওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকেরা ক্যাপিটলে যা করেছিল, বাংলাদেশে সে সব কিছুই হয়নি।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "পশ্চিমি দেশগুলি যে ভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে তা সমীচীন নয়।" তিনি পড়শি দেশগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার বার্তাও দিয়েছেন।

স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য বিশেষ মোবাইল অ্যাপ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক ২০২৩-এর ১ জুন স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য 'পিএম স্বনিধি' মোবাইল অ্যাপ-এর সূচনা করেছে। এই মোবাইল অ্যাপ-এর সাহায্যে স্ট্রিট ভেন্ডররা 'পিএম স্বনিধি' কর্মসূচির অধীনে ঋণ এবং সুপারিশপত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও তাঁরা ঋণের আবেদনপত্রের অবস্থিতি এবং ক্যাশব্যাকের ইতিহাসও জানতে পারবেন।

২৬/০৪/২০২২-এ অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'পিএম স্বনিধি' কর্মসূচির অধীনে ২০২৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম দফায় ৪২ লক্ষ, দ্বিতীয় দফায় ১২ লক্ষ এবং তৃতীয় দফায় ৩ লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

'প্রাইম মিনিস্টার স্ট্রিট ভেন্ডর্স আত্মনির্ভর নিধি' (পিএম স্বনিধি) কর্মসূচির সূচনা হয় স্ট্রিট ভেন্ডরদের পুনরায় বাণিজ্য শুরু করানোর জন্য জামানতমুক্ত কার্যকরি মূলধন যোগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। ২০২৩-এর ২০ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে ৫০.৬৩ লক্ষ ঋণ দেওয়া হয়েছে যার আর্থিক মূল্য ৬,৪৯২.০২ কোটি টাকা। এই ঋণ পেয়েছেন ৩৮.৫৩ লক্ষ স্ট্রিট ভেন্ডর।

শহরাঞ্চলের স্ট্রিট ভেন্ডরদের জন্য এই কর্মসূচি। এছাড়াও, এই কর্মসূচির অধীনে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে ২০২২-এর মার্চ থেকে ২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর ফলে এই কর্মসূচির অধীনে আরও বেশি সংখ্যক ভেন্ডর আসতে পারবেন।

'পিএম স্বনিধি' কর্মসূচির অধীনে 'স্বনিধি সে সমৃদ্ধি'-র সূচনা হয়েছিল ২০২১-এর ৪ জানুয়ারি যাতে সুবিধাপ্রাপ্তদের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয়।

এটি সুবিধাপ্রাপ্তদের পরিবারকে ভারত সরকারের চালু আটটি কল্যাণমূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করেছে যাতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটে। এই কর্মসূচিগুলি হল - 'পিএম জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা', 'পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনা', 'পিএম জন ধন যোজনা', 'ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড', 'পিএম শ্রমযোগী মানধন যোজনা', 'রেজিস্ট্রেশন আন্ডার বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স (বিওসিডব্লিউ)', 'জননী সুরক্ষা যোজনা' এবং 'পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনা'।

আজ লোকসভায় লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন আবাসন ও নগর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী কৌশল কিশোর।

২১টি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরে নীতিগত অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ভারত সরকার গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টস (জিএফএ) নীতি, ২০০৮ তৈরি করেছিল দেশে নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য। এই নীতি অনুযায়ী, রাজ্য সরকার সহ যদি কোনও সংস্থা বিমানবন্দর তৈরি করতে চায় তাদের একটি জায়গা বাছতে হবে। এরপর সেই বিমানবন্দর লাভজনক হবে কিনা সে বিষয়ে সমীক্ষা করাতে হবে। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার আগে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের ছাড়পত্র নিতে হবে।

ভারত সরকার ২১টি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপন করার জন্য নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে। এগুলি হল গোয়ার মোপা; মহারাষ্ট্রের নভি মুম্বাই, সিরডি এবং সিন্ধুদুর্গ; কর্ণাটকের কালাবুরগি, বিজয়পুরা, হাসান, শিবামোগা; মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের দাবরা; উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর এবং নয়ডা; গুজরাটের ঢোলেরা এবং বিরাসর; পুদুচেরির কড়াইকল; অন্ধ্রপ্রদেশের দাগাদর্থি, ভোগাপুরম এবং ওরভাকল; পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর; সিকিমের পাকিয়ং; কেরলের কান্নুর এবং অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে হলঙ্গি। এর মধ্যে দুর্গাপুর সহ ১১টি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর চালু হয়ে গেছে।

পাশাপাশি, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক রিজিওনাল কানেক্টিভিটি স্কিম (আরসিএস)- উড়ান (উড়ে দেশ কা আম নাগরিক)-এর সূচনা করে ২১/১০/২০১৬ তারিখে যাতে দেশে আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিমানযাত্রা সুলভ হয়। উড়ান-এর নির্দিষ্ট যাত্রাপথে অবস্থানকারী বিমানবন্দরের উন্নয়ন প্রয়োজন হলে 'রিভাইভ্যাল / আপগ্রেডেশন অফ আনসার্ভড অ্যান্ড আন্ডার-সার্ভড এয়ারপোর্টস / হেলিপোর্টস / ওয়াটার এরোড্রোমস' সূচিতে তা করা হবে। এই পর্যন্ত হেলিপোর্ট, ওয়াটার এরোড্রোমস এবং গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট সহ ৭৪টি বিমানবন্দর চালু হয়েছে সারা দেশে উড়ান-এর অধীনে ২০১৬ থেকে।

উপরিল্লিখিত ২১টি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের মধ্যে ভারত সরকার সাতটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে। এই সাতটির মধ্যে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই) হীরাসর এবং ঢোলেরা - এই দুটি বিমানবন্দর তৈরি করার কাজ হাতে নিয়েছে। এদের জন্য খরচ হবে যথাক্রমে ১,৪০৫ কোটি এবং ১,৩০৫ কোটি টাকা।

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক দেশের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর সহ পরিকাঠামো তৈরি করতে বেসরকারি লগ্নিকারকদের কাছ থেকে লগ্নি পেতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন পেয়েছে এফডিআই নীতির অধীন। এছাড়া একাধিক রাজ্য সরকারকে নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৬৭০ কোটি টাকা।

এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিমানবন্দরগুলিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর পরিচালকবর্গের সঙ্গে। ২০১৪ থেকে তিরুপতি, বিজয়ওয়াড়া, কুশিনগর এবং মোপা বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ডঃ) ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত)।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের শিল্পকলার প্রচার

নতুনদিল্লি ২৭ জুলাই,২০২৩ : নিউজ সারাদিন : উত্তর পূর্বাঞ্চলের হস্তশিল্প ও তাঁর উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনইএইচএইচডিসি)এই অঞ্চলের তৈরি শিল্পকলার প্রচারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে । শিল্পীদের সম্ভাবনাময় বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ ।

এনইএইচএইচডিসি- ই বাণিজ্য পোর্টাল চালু করেছে । এছাড়া, রয়েছে চলমান বিক্রয় কেন্দ্র "পূর্বশ্রী অন হুইলস" । এনইএইচএইচডিসি অনলাইন বিক্রয় মাধ্যম যেমন অ্যামাজন, ইন্ডিয়া মার্ট, ট্রেড ইন্ডিয়া, ফ্লিপকার্ট, গোকুপ এবং জেমের মাধ্যমে সরাসরি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে । এনইএইচএইচডিসি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ৩০ টি মউ স্বাক্ষর করেছে । ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পমন্ত্রক এবং ভারত সরকার এনইএইচএইচডিসি-কে চিরাচরিত শিল্পক্ষেত্রের জন্য নোডাল সংস্থা হিসেবে মনোনীত করেছে ।জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পর্ষদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ সহযোগি হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে এনইএইচএইচডিসি । আদিবাসী সমবায়, বিক্রয় উন্নয়ন ফেডারেশন এবং এনইএইচএইচডিসি-এর মধ্যে অংশীদারিত্ব রয়েছে ।আদিবাসি বিষয়ক মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে একযোগে কাজ করে । উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে টেক্সটাইল পার্ক ও বস্ত্র বিপণি হাব গড়ে তোলা হয়েছে । বিগত ৩ বছরে এনইএইচএইচডিসি-র আয় ২০২০-২১ সালে ১০৫.৮৭ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ ৩৬৯.২২ লক্ষ টাকা এবং ২০২২-২৩ সালে ৫৬৫.২২ লক্ষ টাকা ।

বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন কর্সূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় এনইএইচএইচডিসি উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২ হাজার ৮৯০ জন হস্তশিল্পীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে । এছাড়াও এনইএইচএইচডিসি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতিভাবান শিল্পীদের সনাক্ত করে তাদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যবস্থা করে । ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হরিয়ানার ফরিদাবাদে সুরজ কুন্ড আন্তর্জাতিক হস্তশিল্প মেলায় এই ধরণের ১২০ জন শিল্পী যোগ দেন । অরুণাচলপ্রদেশ, মনিপুর ও মেঘালয়ে ২০২৩-এর মার্চ মাসে আয়োজিত মহিলা কনক্লেভে ৪১০ জন মহিলা শিল্পী অংশ নেন ।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপণার সাহায্যে ৬ হাজারের বিশি আদিবাসী শিল্পীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে ।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানান উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বিষক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি ।

২ পাতার পর

২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির তৃতীয় বর্ষে এর সাফল্যের নানা দিকের ওপর আলোকপাত

তাঁদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সক্রিয়। যদিও তাঁদের প্রতিষ্ঠানে অনেক বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ নেই, তবে সমন্বিত এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কলকাতার আইআইএম-এর অধ্যাপক অদিতি ভুতোরিয়া জানান, নতুন শিক্ষানীতি রূপায়ণের আগে একটি পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ ছিল না যা বর্তমানে হয়েছে। দুর্গাপুর এনআইটি-র অ্যাকাডেমিক কোর্সেস-এর ডিন অধ্যাপক নিমাইবরণ হুই জানান, বর্তমান শিক্ষানীতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অভিন্ন মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। এর ফলে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য গেলে প্রথম প্রতিষ্ঠানের অর্জিত বিদ্যাও স্বীকৃতি পাবে।

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষাবিদরা নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২০৭ সংখ্যা ২৮ জুলাই, ২০২৩ শুক্রবার ১১ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শেষমেশ ইডি-র ডিরেক্টরের মেয়াদ বৃদ্ধিতে সায়

ছিল ৩১ জুলাই পর্যন্ত। কেন্দ্রের তরফে তা ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানোর আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু, আগের দুই মেয়াদ বৃদ্ধির ঘটনাকে 'বেআইনি' তকমা দিলেও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাত, ইডি-র ডিরেক্টর পদে এস কে মিশ্রার মেয়াদবৃদ্ধিতে সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিচারপতি বি আর গভৈ, বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সঞ্জয় কারোলের বেঞ্চ এ-ও জানিয়েছে, জনস্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসের আধিকারিক সঞ্জয়কুমার মিশ্রা ২০১৮ সালে প্রথম বার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হন। সে বার দু'বছরের জন্য ওই দায়িত্ব পালন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত এই আধিকারিক। এরপরে ২০২০ সালে তাঁর মেয়াদ আরও এক বছর বাড়ানো হয়।

ইডির ডিরেক্টর হিসাবে পর পর তিন বার সঞ্জয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়ে। মামলার শুনানি চলাকালীন শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, এই মুহূর্তে আর্থিক দুর্নীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তে জড়িত রয়েছে ইডি। ফলে সে সব তদন্তের স্বার্থেই ডিরেক্টর হিসাবে সঞ্জয়ের কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।এদিন কেন্দ্রের তরফে আদালতে সওয়াল করেন কেন্দ্রের কৌঁসুলি, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিজের পদেই বহাল থাকবেন সঞ্জয়। প্রসঙ্গত, এ নিয়ে চতুর্থবার ইডি-র ডিরেক্টরের মেয়াদবৃদ্ধি করা হল। শেষবার, অর্থাত, গত ১১ জুলাই সঞ্জয়ে মেয়াদবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।এদিন আদালতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সামনের নভেম্বরের মধ্যেই রিভিউয়ের খাতিরে ভারতে আসছে গ্লোবাল টেরর ফিনান্সিং ওয়াচডগ বা ঋঅঞ্চঋ। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী অনেক দেশই চায় ভারত ঋঅঞ্চঋ-এর ধূসর তালিকায় থাকুক। এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইডি-র প্রধানে বদল আনা সমস্যার বলে মনে করে কেন্দ্র।

পাল্টা শীর্ষ আদালতের বেঞ্চের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, "তবে কি বাকি আধিকারিকেরা অযোগ্য? মাত্র একজন অফিসারই এই কাজ করতে পারবেন? আমরা কি এটা প্রমাণ করছি না যে দফতরে আর কেউ নেই, একটা গোটা দফতর অযোগ্য লোকে ভর্তি?" উত্তরে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, কোনও আধিকারিকই অপরিহার্য নন। কিন্তু এই সময় বিশেষ প্রয়োজন একটা ধারাবাহিকতা। বাদি-বিবাদি পক্ষের সওয়াল -জবাব শুনে শেষমেশ ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সঞ্জ কুমার মিশ্রার মেয়াদবৃদ্ধিতে সায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

নেপালের নাগরিকত্বের হুমকি দিয়ে
কেন্দ্র সরকারের কাছে ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি বিমল গুরুংয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতিবছর ২৭ জুলাইকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা । বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের জিডিএনএ হলে শহীদ দিবস পালন অনুষ্ঠানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং সহ পাহাড়ের প্রথম শ্রেণীর নেতারা উপস্থিত ছিলেন।গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করবেন, তবে এবারের গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলন আগের মতোন আর হিংসাত্মক হবে না। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দাবি না রাখলে তারা নেপালের কাছে গিয়ে নেপালের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানাবেন। উল্লেখ্য, গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে একসময় উত্তাল হয়েছিল পাহাড়। অগ্নিকাণ্ড, প্রাণহানির বহু ঘটনা ঘটে। এখন সেই পাহাড় শান্ত। বিমল গুরুংয়ের সেই প্রতিপত্তিতে ভাটা পড়েছে। তারই মধ্যে ফের গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুললেন বিমল গুরুং।গোর্খাল্যান্ড এর দাবিতে ১৯৮৬ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যেসব পাহাড়বাসী মারা গিয়েছিলেন তাদের স্মৃতিতেই আজকের দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এই শহীদ দিবসের শহীদ বেদীতে সকলে পুষ্প প্রদান করেন। এরপরই সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিমল গুরুং বলেন, কেন্দ্রের সরকার অর্থাত বিজেপিকে পাহাড়বাসী অনেকদিন ধরেই সহায়তা করে আসছে। কিন্তু সরকার তাদের কথা রাখেনি। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের কথায়, প্রতিবার নির্বাচনের আগে গোর্খাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়ে গেলেও আজও পাহাড়বাসীর কাছে গোর্খাল্যান্ড অধরা। যেহেতু দার্জিলিং পাহাড় নেপালের লাগোয়া এবং নেপালের সঙ্গে ভারতের এই দার্জিলিং ভূখণ্ডের কোনও কাঁটা তারের বেড়া নেই। তাই কোনও মানুষ অনায়াসেই এপার ওপার হতে পারে। সেই কারণেই পাহাড়বাসী আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে। তাই আবার গোর্খাল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে কেন্দ্র সরকারকে উপর চাপ বাড়ালেন বিমল গুরুং। তিনি জানান, তাঁদের দাবি গোর্খাল্যান্ড।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

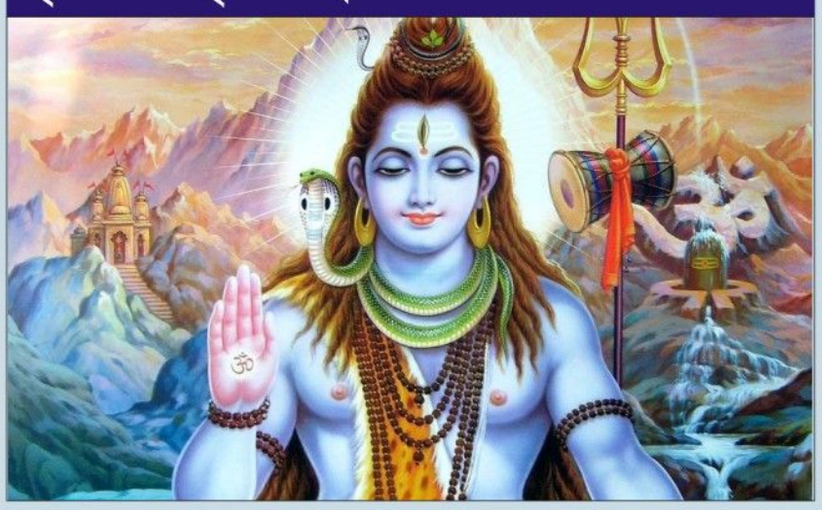

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা। পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যত মত তত পথ নিয়ে। আজকাল নানা স্থানে এই মতবাদ নিয়ে সমালোচনা দেখতে পাই। তাই দু'চার কথা আমারও বলার ইচ্ছে হল। 'যত মত তত পথ' দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন জগতের সব ধর্মমতগুলো সত্য। কি কারণে সত্য? কারণ তারা প্রত্যেকে সত্যকেই অনুসন্ধান করছে। সেই অর্থে তিনি সত্য মেনেছেন। এখন অধুনা প্রাজ্ঞগন সেটা অস্বীকার করেন এই বলে যে সমস্ত ধর্মগুলোতে আচারগত বৈপরীত্য এত বেশী যে একসঙ্গে সব ক'টাকেই সত্য বলাটা উন্মাদের কাজ!আজকের যুগে আমরা কোন জাতি এই কথাগুলো মেনে নিতে বাধ্য নয়, তাই এত অরাজকতা!আর এই অরাজকতার মূলে আমার আপনার মত কিছু ব্যক্তি যুক্ত। আর সেই কারণেই মানব জাতি র সঙ্গে দেবতা কুলের মধ্যে ভীষণ ফারাক রয়ে গেছে, মানব জাতির সঠিক কর্ম দেবতার রূপ নেয়। কর্মই হচ্ছে মূল ধর্ম এ কথাটি মেনে চলা উচিত, কর্ম যদি খারাপ হয়েছে শনি তাকে ছেড়ে কথা বলে না। কর্মফল দাতা শনি দেব কে নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে শনি একটি গ্রহ ,আর আমাদের সনাতন ধর্মের মানুষ শনিদেবকে সবার বড় ঠাকুর জানে। শনি যেমন একটি গ্রহ অন্যদিকে শনি দেব একজন ঈশ্বর ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা। তবে আমরা নবগ্রহের একটি গ্রহ শনি, না শনিদেব কে ভয় পায় ।শনি শব্দটির মধ্যে ভয়-ভীতি ও শ্রদ্ধা সবকিছু যেন লুকিয়ে রয়েছে আর মানুষ সেটাকে প্রাচীনকাল থেকেই মেনে এসেছে।আর এসব উত্তর খুঁজে পেতে বহু পত্র-পত্রিকা রাতের মধ্যে পড়ে শেষ করতে হলো।শনিদেব আসলে কে এটা নিয়ে আজ আমার কলমে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।সৌর মণ্ডলে স্থিত পৃথিবী থেকে ৮৯০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সূর্য থেকে এর দুরত্ব ৮৮৬০০০০০০ মাইল দূরে শনি গ্রহের স্থিতি । তুলনামূলক পৃথিবী থেকে ৯৫% গুন অধিক চৌম্বকীয় শক্তি সম্পন্ন । সূর্য পরিক্রমা করতে ২৯ বছর লাগে ।তবে আমরা জানি শনি নবগ্রহের একটি অন্যতম গ্রহ, শনি গ্রহকে গ্রহরাজ-ও বলা হয়ে থাকে। শনিদেব সনাতন ধর্ম মতে একজন দেবতা। শনি উগ্র দেবতা বলে কুখ্যাত। জ্যোতিষীদের মতে শনির কুদৃষ্টি অশুভ ফল নিয়ে আসে। সৌরজগতের শনি গ্রহ ও সপ্তাহের শনিবার দিনটি শনিদেবেরর নামে নামকরণ করা হয়। শনিদেব কে শনিশ্চর বা শনৈশ্চর নামেও ডাকা হয়। শনি সনাতন হিন্দু ধর্মের একজন দেবতা যিনি সূর্যদেব ও তাঁর পত্নী ছায়াদেবীর পুত্র, এজন্য তাঁকে ছায়াপুত্র-ও বলা হয়।তবে এ নিয়ে অনেক সন্দেহ হয়ে গেছে মানুষের মনের মধ্যে, শনিদেব কে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই। শনি সবার বড় ঠাকুর হলেও তিনি তাহলে শনি গ্রহ হলেন কিভাবে? প্রশ্নর উত্তর নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে আজও! আসলে শনি গ্রহদেবতা হিসেবে সবিশেষ পরিচিত।জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্মছকে এর অবস্থান বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।শনি দ্বাদশে, জন্মরাশিতে ও দ্বিতীয়ে অবস্থানকালে সাড়ে সাত বছর মানুষকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। শনিদেবকে নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে।স্কন্দ পুরাণ বলে শিপ্রা ও ক্ষাতা নদীর সংযোগস্থলে জন্মগ্রহণ করেই শনি ত্রিলোক আক্রমণ করেন। আতঙ্কিত ইন্দ্র ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। নিরুপায় ব্রহ্মা সূর্যের কাছে। এর আগেই শনি দ্বারা আক্রান্ত সূর্য ব্রহ্মাকেই শনিকে সংযত করার অনুরোধ করলেন। ব্রহ্মা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু গেলেন শিবের কাছে। শিব শনিকে ডেকে অত্যাচার করতে বারণ করলেন। তখন শনি শিবকে তাঁর জন্য খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থানের উপায় করতে বললেন। শিব শনিকে মেষ থেকে মীন রাশিচক্রে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। নিয়ম মত জন্মরাশি, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশে শনি সর্বদাই ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশ স্থানে এলে তিনি উদার। পঞ্চম বা নবম স্থানে এলে তিনি উদাসীন।সেই কারনে অধিকাংশ মানুষের ধারণা শনিদেব দুঃখদায়ী, সম্পত্তি ও বিত্তনাশক, পীড়াদায়ক, ক্রূর, অশান্তি ও অমঙ্গলকারী গ্রহ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, স্বভাবে শনিদেব গম্ভীর, কঠোর তপস্বী, কূটনীতিজ্ঞ, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ন্যায়প্রিয়, দয়ালু, কৃপালু ও অতি শীঘ্র প্রসন্ন হওয়া দেবতা। পূর্বজন্ম কিংবা বর্তমান জন্মের কর্মানুসারে তিনি ভালো বা মন্দ ফল প্রদান করে থাকেন। যদি কোনও ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত পাপ করে তাহলে শনিদেব ক্ষমা করে পাপকারীর অজ্ঞাতেই তাকে সুকর্মের প্রতি পরিচালিত করেন। তিনি হচ্ছে ন্যায় কর্ম প্রতিষ্ঠাতা,তিনি কর্মফলদাতা ন্যায় কর্ম যিনি করেছেন তা না প্রতিদিনই খুশি হয়েছেন ।যে অন্যায় করেছেন তার প্রতিদিনই রুষ্ট হয়েছেন ইনি হচ্ছেন শনি দেবতা।অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা শনিদেবের মধ্যে ছিল চিরন্তন ভাবে। একজন মানুষকে যেভাবে অত্যাচার, অবিচার অনাচার, করলে তার ভিতরে যেমন ক্রোধ তৈরি হয়। সুখ দুঃখে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে ওঠে এবং একটা সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তেমনি শনিদেবের প্রতি অবিচার, অনাচার হয়েছিল আর সেই রাগে নিজেকেই , শক্তিশালী হয়ে মনের ভেতর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'নায়কদের বয়স যতই হোক না কেন, তাদের অল্পবয়সী নায়িকা চাই'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতাদের বিপরীতে অল্পবয়সী নায়িকাদের অভিনয় নিয়ে এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন। সম্প্রতি কারিনা কাপুর খানের শো-তে অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন তিনি। এসময় অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলতে গিয়ে বলিউড নায়কদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন এই অভিনেত্রী।

রাভিনা বলেন, যত প্রশ্ন, কটাক্ষ সব আমাদের (নায়িকা)। নায়কদের তো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। নায়করা বোটক্স করে না? তাহলে যত আঙুল শুধু আমাদের দিকে কেন? বলিউডের নায়কদের বয়স বেশি হলেও তারা কম বয়সী নায়িকা চায়।

তিনি বলেন, ছেলেরা যৌবন ধরে রাখতে কী এমন খায়, যা আমরা জানি না কিংবা আমরা নায়িকারা তার নাগাল পাই না? আমাদের নায়কদের বয়স যতই হোক না কেন, তাদের অল্পবয়সী নায়িকা চাই। 'আন্দাজ আপনা আপনা টু' যদি কখনো তৈরি হয়, তাহলে দেখব আমির আর সালমান তখন আমাদের সিনেমায় মালা দিচ্ছে। আর নতুন ২১ বছরের নায়িকা নিয়ে আবার সিনেমা শুরু করছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে হিন্দি ভাষার 'পাথর কে ফুল' সিনেমার মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু করেন। এ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন তিনি। নব্বই দশকে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিকভাবে সফল চলচ্চিত্র উপহার দেন রাভিনা। যার মধ্যে রয়েছে 'দিলওয়ালে' (১৯৯৪), 'মোহরা' (১৯৯৪), 'খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি' (১৯৯৬), 'জিদ্দি' (১৯৯৭) প্রভৃতি।

তারকাখ্যাতির পরেও যে কারণে সানি লিওনকে ঘৃণা করেন তার মা

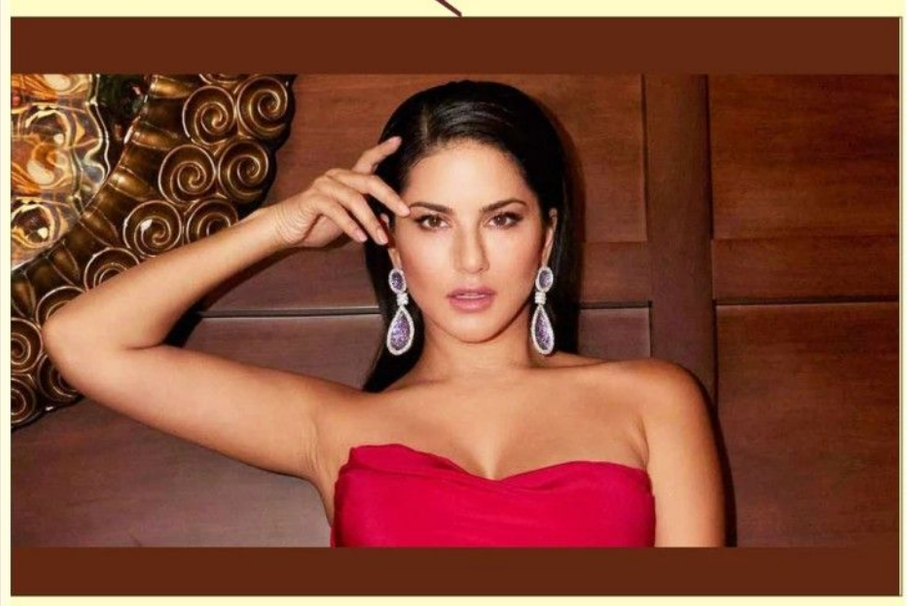

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১১ সালে বিগ বসের পঞ্চম মৌসুমের প্রতিযোগী হয়ে ভারতীয় টেলিভিশনে আত্মপ্রকাশ হয় সানি লিওন। যদিও তার আগে নীল ছবির নায়িকা হিসেবে বিপুল খ্যাতি পেয়েছেন। সেই পরিচিতি এখন অতীত। পূজা ভাট পরিচালিত ছবি 'জিসম ২'-এর মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় তার। এরপর 'জ্যাকপট', 'রাগিনী এমএমএস-২', 'এক পাহেলি লীলা', 'রাইস'-সহ একাধিক সিনেমায় আইটেম গান, মিউজিক ভিডিও, রিয়্যালিটি শো করেছেন তিনি। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সানিকে। তবে বলিউডে তার ফিল্মি ক্যারিয়ারের তুলনায় যেটি বেশি চর্চিত সেটি তার অতীত। সেই স্মৃতি যেন আজও টাটকা সানির মনে। খানিকটা আক্ষেপের সুরে জানালেন, তার মা ঘৃণা করেন তাকে।

পেশাদার জীবনের অনেকটা সময় প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদন জগতে কাটিয়েছেন সানি লিওন। জন্মসূত্রে কানাডার শিখ পরিবারের সন্তান তিনি, নাম ছিল করণজিৎ কাউর। সে মেয়েই মাত্র ১৯ বছর বয়সে পা রাখেন প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনের দুনিয়ায়। নীল ছবির দুনিয়ায় পা রেখেই বদলে ফেলেন নিজের নাম। নিজের ভাইয়ের নাম ধার নিয়ে নাম বদলে হলেন সানি লিওন। অভিনেত্রীর কথায়, "আমি আমার ভাইয়ের নাম ধার নিই। তারপর থেকেই আমার নাম হয় সানি লিওন। তবে নাম বদলে ফেলায় আমার মা আমাকে সহ্য করতে পারেননি। বলা ভাল, এক প্রকার ঘেন্নাই করেন। বারবার বলেন এত নাম থাকতে এইটাই পছন্দ হল! আমি বলি, কী করব, যা মাথায় এসেছে সেটাই বলেছি।" যদিও জীবনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন এই অভিনেত্রী। তিন ছেলেমেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে তার সুখের সংসার। সম্প্রতি অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত 'কেনেডি' ছবিতে প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়।

২৪ বছরে প্রথম সংসার ভাঙার খবর, ২৮ বছরে কাজলের অন্য পুরুষকে চুমু!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২৪ বছর হলো অজয় দেবগন ও কাজলের দাম্পত্য জীবন নিয়ে কেই কথা বলার সাহস পায়নি। ইদানিং বলিউডে কান পাতলে ভেসে আসে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন। এটা যে কেবল গুঞ্জনই সেটাও খোলাসা করলেন তারা। কিছু দিন আগেই ইনস্টাগ্রামসহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজের সমস্ত ছবি সরিয়ে দিয়েছিলেন কাজল। নিজেই ঘোষণা করেছিলেন জীবনের কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এরপর অবশ্য বোঝা যায় এই চমক ছিল তার ওয়েব সিরিজ ;দ্য ট্রায়াল'র প্রচার কৌশল।

সোমবার সুখী পারিবারিক ছবি শেয়ার করেছেন 'দৃশ্যম' অভিনেতা। ইনস্টাগ্রামে স্টোরিতে সেই ছবি রিপোস্টও করেছেন কাজল। সেখানে কাজল অজয়ের কাঁধে হাত দিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় পোজ দিচ্ছেন। সেলফিতে তাদের মেয়ে নাইসা দেবগন এবং ছেলে যুগও রয়েছে।

ছবিটি শেয়ার করে অজয় লিখেছেন, 'এদের সঙ্গে সময় কাটানোর চেয়ে পবিত্র আর কিছুই নেই।' সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন আলিঙ্গন করা মুখের ইমোজি।

কাজল তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অজয়ের পোস্ট শেয়ার করেছেন এবং লিখেছেন, 'আমি সমর্থন করি। স্মৃতিগুলো তুলে রাখা দরকার'...।

এদিকে 'ট্রায়াল' ওটিটি কন্টেন্ট এ তাকে দেখা গিয়েছে একজন আইনজীবী, স্ত্রী ও একজন মায়ের চরিত্রে। এতে কাজল তার দীর্ঘ ২৮ বছরের একটি শর্ত ভেঙেছেন। বিগত প্রায় তিন দশক ধরে তিনি কোনও সহ-অভিনেতার ঠোঁটে ঠোঁট রাখেননি। সেই শর্ত ভেঙে পর্দায় সহ-অভিনেতাকে চুমু দিয়েছেন। সেই চুমু থেকেই যিশু ও কাজলের সম্পর্কে হারিয়ে যাওয়া প্রেম ফিরে আসে। যদিও তার ওয়েব ফিল্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভুল ভাঙালেন কৃতি শ্যানন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বোন নূপুরের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান খুলেছেন বলিউড তারকা কৃতি শ্যানন। নাম 'ব্লু বাটারফ্লাই'। এরই মধ্যে এ খবর অনেকের কাছেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু নতুন খবর হলো, কৃতির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানা রটনা।

অনেকের মন্তব্য, প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে নীল প্রজাপতির ছবি দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ ও লোগো তৈরি করেছেন এই অভিনেত্রী। কারণ, অভিনেতা সুশান্ত প্রজাপতির চিহ্ন ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে কৃতির সঙ্গে সুশান্তের সম্পর্কটাও ছিল বন্ধুত্বের চেয়ে বেশি। আর ছেলেমেয়ের বন্ধুত্ব যখন গাঢ় হয়, তখন তাকে প্রেম বলেই উল্লেখ করেন সবাই।

তবে অনুরাগীদের এমন ধারণা যে সত্যি নয়, এবার তা নিয়ে মুখ খুলেছেন কৃতি শ্যানন নিজে। সবার ভুল ভাঙাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, 'প্রজাপতি আমার ভীষণ ভালো লাগে। পাশাপাশি নীল রং আমার বড্ড প্রিয়। আমার ইনস্টা বায়োতেও দীর্ঘদিন ধরে প্রজাপতি রয়েছে। আমি কমেন্ট করার সময়ও এই ইমোজি ব্যবহার করি। কবিতা লেখার সময়ও ওই চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি।'

এ ছাড়া অভিনেত্রী তাঁর অভিনয় সফরের সঙ্গে পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি হয়ে ওঠার তুলনা টেনেছেন। তাঁর কথায়, "আসলে প্রজাপতির মতো মন্থর গতিতেই জীবনের সেরাটা হয়ে ওঠা যায়। আমিও প্রতিদিন নতুন কিছু শিখেছি। তাই আমার সফরটাও প্রজাপতির মতো। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই সংঘর্ষ রয়েছে। আর এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সেরা পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি। আসলে প্রজাপতি এখানে রূপকের মতো। সে কারণেই আমাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম 'ব্লু বাটারফ্লাই' এবং লোগোতে নীল প্রজাপতি ব্যবহার করা হয়েছে।"

বিশ্বকাপে হারের পর

টানা পাঁচ দিন কেঁদেছিলেন নেইমার

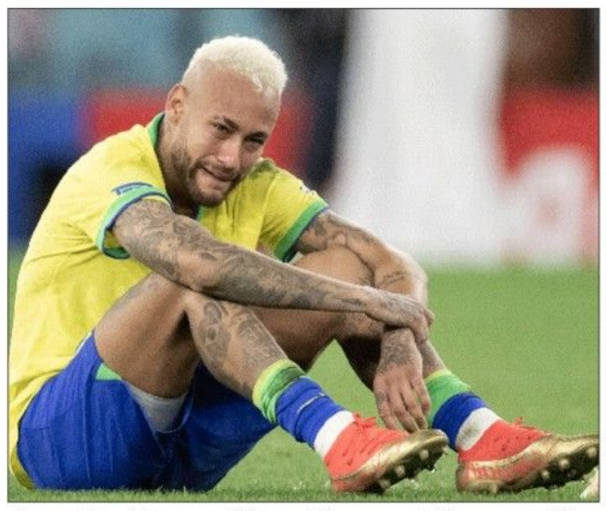

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যায় ব্রাজিল। ক্রোয়েশিয়ার কাছে হারের পর টানা পাঁচ দিন কেঁদেছিলেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমার। এক সাক্ষাৎকারে নেইমার বলেন, 'সেই ম্যাচের পর আমি টানা পাঁচ দিন কেঁদেছিলাম। এভাবে স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। গোল করে, গোল হজম করে টাইব্রেকারে গিয়ে হারাটা মেনে নেওয়া কঠিন।'

বিশ্বকাপে এমন ব্যর্থতার পর জাতীয় দল থেকে অবসরের কথাও ভেবেছিলেন নেইমার। তিনি যোগ করেন, 'বিশ্বকাপের পর আমি আর জাতীয় দলে ফিরতে চাইনি। পরবর্তীতে নতুন করে ফের ভাবতে হয়েছে। আমি তো সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত। আর সেজন্য ওই ভাবনা পাল্টাতে হয়েছে। বিশ্বকাপের পর আমি আর কষ্ট পেতে চাইনি।'

বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার কাছে হারকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত উল্লেখ করে নেইমার বলেন, 'ক্রোয়েশিয়ার কাছে হার আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত। আমার পাশে একজন কাঁদছিল, অন্যপাশে আরেকজন। ওই সময় পুরো দলের পরিবেশ খুব ভারী হয়ে উঠেছিল। আমি আর কখনো সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে চাই না।'

রিয়াদ মাহরেজ গেলেন সৌদিতে?

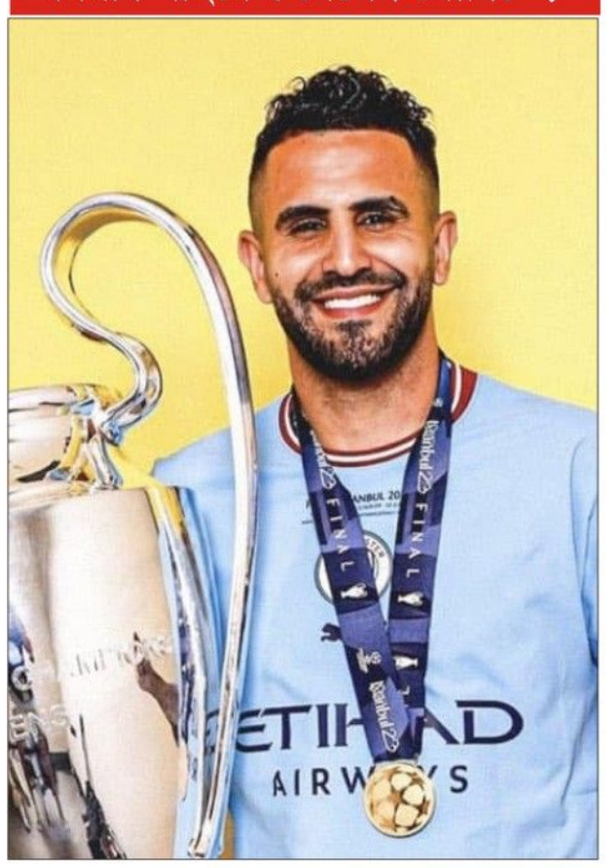

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এ বছরের শুরুতেই সবার চোখ কপালে তুলে সৌদি আরবে পাড়ি জমান পর্তুগিজ ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন তিনি। এরপর তার পথ ধরে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ফরাসি ফুটবলার করিম বেনজেমাও গেছেন সৌদিতে। এবার সৌদির আরেক ক্লাব আল আহলিতে ভিড়লেন ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটির তারকা ফুটবলার রিয়াদ মাহরেজ। যদিও জেদ্দা ভিত্তিক ক্লাবটির পক্ষ থেকে এখনো কোনো সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সৌদির সরকারি টিভি আল এখবারিয়া শুক্রবার টুইটারে রিয়াদের আহলির বন্দরে তরী ভেড়ানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও তাদের চুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

২০১৮ সালে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন রিয়াদ। গত বছরই তিনি সিটির সাথে চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত বাড়ান তিনি। সিটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৩৬ ম্যাচ খেলে ৭৮ গোল করেছেন রিয়াদ। অ্যাসিস্ট করেছেন ৫৯টিতে। এবার এফএ কাপ জয়ের পথে সেমি-ফাইনালে করেছেন হ্যাটট্রিক। ৩২ বছর বয়সী এই আলজেরিয়ান সিটির হয়ে ৫ বছরে জিতেছেন ১১টি ট্রফি। এর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপাই ৪টি। এছাড়াও লিগ কাপ জিতেছেন ৩টি, এফএ কাপ দুটি এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও কমিউনিটি শিল্ড ১টি করে।

মায়ামির জার্সিতে অভিষেকেই

মেসির 'ট্রেডমার্ক' গোল

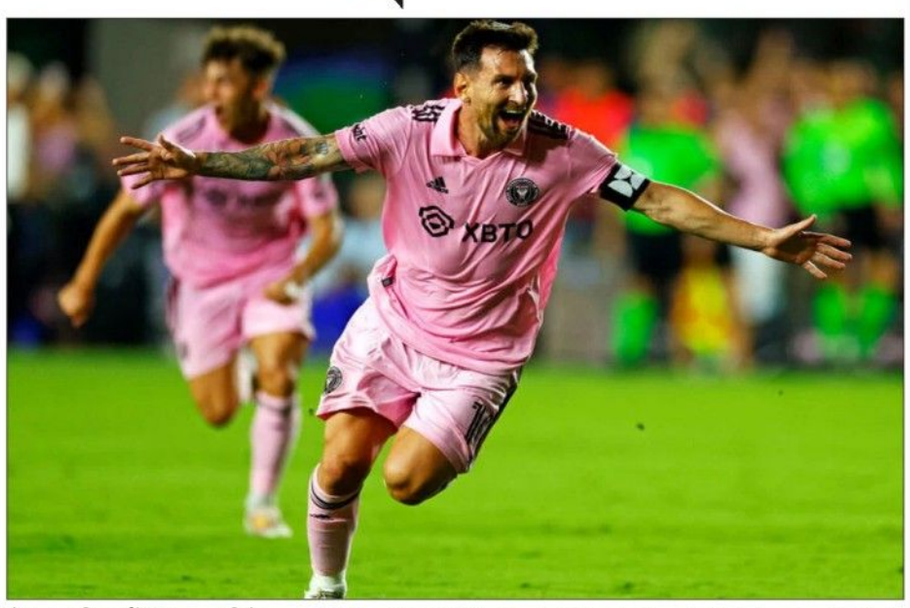

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নিজের অভিষেক স্মরণীয় করে রাখলেন লিওনেল মেসি। এই বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের শেষ মুহূর্তের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি। সেই গোলটিও আবার এসেছে দৃষ্টিনন্দন ফ্রি-কিক থেকে।

লিগস কাপের ম্যাচে আজ মেসিদের দল ২-১ গোলে হারিয়েছে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুজ আজুলকে। ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দুই দল সমতায় থাকার পর যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে পায়ের জাদু দেখান মেসি। তার বাঁ পায়ের ট্রেডমার্ক ফ্রি-কিকে বল ক্রুজ আজুলের চার ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে পোস্টের বাঁ পাশের কর্নারে জড়িয়ে যায়। মেসির ওই গোলটি ইন্টার মায়ামির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে থাকবে। গোল উদযাপনের সময় গ্যালারিভর্তি ২১ হাজার দর্শকের তুমুল করতালি আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ বলে দিচ্ছিল, কতটা বদল আসছে মেজর লিগ সকারের ক্লাবটিতে। রেফারি শেষ বাঁশি বাজাতেই আতশবাজিতে ইন্টার মায়ামির স্টেডিয়ামের আকাশ দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে যায়। ম্যাচটিতে শুরুর একাদশে ছিলেন না মেসি। তবে বেঞ্চে বসে এবং গা গরমের সময় মেসির নাম ধরে গ্যালারি থেকে যে উচ্ছ্বাস ভেসে আসছিল, আর্জেন্টাইন অধিনায়ক নিজেও তাতে অভিভূত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর পর তাকে সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়াতে দেখা যায়। এমনকি একই দৃশ্যের দেখা মেলে তিনি মাঠে নামার সময়ও। মেসি মাঠে নামার সময় দর্শকরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানান এবং মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করে রাখেন। মোবাইলের ফ্ল্যাশে পুরো গ্যালারি থেকে যেন দ্যুতি ছুটতে থাকে।

দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে সোর্হিও বুসকেতসকে নিয়ে মাঠে নামেন মেসি। গ্যালারিতে তখন 'মেসি, মেসি' গর্জন চলছে যেন। মাঠে নেমেই দুর্দান্ত রক্ষণচেরা পাস, বল নিয়ে চিরচেনা দৌড় এবং ড্রিবলিংয়ের জাদুতে মাতিয়ে দেন আর্জেন্টাইন খুদে জাদুকর। তবে সমর্থকদের জন্য সবচেয়ে বড় উপহারটি তিনি জমিয়ে রাখেন শেষের জন্য। ক্যারিয়ারের ৮০০-এর মতো গোল করেছেন যিনি, তার কাছে আরও একটি গোল নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু আজকের ম্যাচে গোল করেও চিরচেনা উদযাপনেই মাতলেন তিনি, নতুন সতীর্থদের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে নতুন যুগের সূচনাও করলেন মেসি।

শেষ মুহূর্তে এমবাপ্পের গোল,

জয় পেল পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শেষ মুহূর্তে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করলেন আলোচনায় থাকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। এছাড়া ফরাসি তারকার পাশাপাশি পিএসজির হয়ে গোল করেছেন হুগো একিতিকে। তাতে লা-হাভারকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পিএসজি।

২১ জুলাই রাত ৯টায় ক্লাব প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয় ফরাসি দুই ক্লাব পিএসজি ও লা-হাভার। ম্যাচটিতে ৫৩ মিনিটে গোল করেন পিএসজির স্ট্রাইকার একিতিকে। আর শেষ মুহূর্তের গোলে দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন এমবাপ্পে। পিএসজির সঙ্গে নতুন করে আর চুক্তি করবেন না এমবাপ্পে, এমনটি জানিয়ে দেয়ার পরে বেশ চাপে পড়েছে ফরাসি ক্লাবটি। এক দিকে তারকা এই ফুটবলারকে বিক্রি করা নিয়ে ব্যস্ত পিএসজি, অন্য দিকে তাকে ধরে রাখতে ১০ বছর মেয়াদি ১০০ কোটি ইউরোর এক প্রস্তাব দিয়েছে ক্লাবটি। তবে এসব আলোচনা এবং প্রস্তাবকে একপাশে রেখে প্রীতি ম্যাচে খেলতে নামেন এমবাপ্পে। এর আগে দলটির হয়ে করেন অনুশীলনও। এ দিন শুরু থেকে মাঠে নামেননি বিশ্বকাপজয়ী তারকা। ম্যাচের ৬৬ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নামেন এমবাপ্পে। আর শেষ মুহূর্তে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ফরাসি এই তারকা। এমবাপ্পের আগে খেলার ৫৩ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন স্ট্রাইকার একিতিকে। দলে নেই বিশ্বকাপজয়ী তারকা লিওনেল মেসি। পিএসজিকে বিদায় জানিয়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন মার্কিন মুলুকে। এছাড়া সার্জিও রামোসও ত্যাগ করেছেন ফরাসি শিবির। চোট কাটিয়ে এখনও দলে নিয়মিত হতে পারেননি ব্রাজিল তারকা নেইমার জুনিয়র। তারপরও লা-হাভার বিপক্ষে সহজেই জয় পেয়েছে পিএসজি।

অবশ্য ম্যাচটিতে একচেটিয়া রাজত্ব করেছে এমবাপ্পেদের দল। খেলার ৭৬ শতাংশ সময় বল নিজেদের দখলে রেখেছে পিএসজি। এ সময়ে গোলে ১১টি শট নিয়েছে তারা, যার মধ্যে ৫টি ছিল অন টার্গেট। অপর দিকে ৫ শটের মধ্যে মাত্র একটি অন টার্গেটে নিতে পেরেছে প্রতিপক্ষ হাভার। সেটিও ব্যর্থ হয়েছে।

গাঙ্গুলীর মন্তব্যে কেন চটেছেন ওয়াকার?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এশিয়া কাপের মঞ্চে আর কয়দিন পরই মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান। এর পরপরই ভারতে বসতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের আসর। সেখানও মুখোমুখি হবে দুই দল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দলের লড়াই মানেই বাড়তি উত্তেজনা, তর্ক-বিতর্কের লড়াই। বিশ্বকাপ শুরু হতে আরও দুই মাসের বেশি বাকি থাকলেও এরই মধ্যে দুই দেশের সাবেক ক্রিকেটারদের মাঝে শুরু হয়ে গেছে বাগযুদ্ধ।

দুই দেশের ক্রিকেট লড়াই নিয়ে কিছুদিন আগে ভারতের সাবেক অধিনায়ক তথা বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী বলেছিলেন, এখন আর আগের মতো ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উত্তেজনা নেই। কারণ, ভারত নিয়মিতই একপেশে জয় পায়! গাঙ্গুলীর ভাষায়, 'এই ম্যাচ নিয়ে অনেক বেশি উত্তেজনা থাকে। তবে খেলার মান শেষ কয়েক বছরে সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কারণ পাকিস্তানের বিপক্ষে একপেশে জয় পায় ভারত। দুবাইতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সম্ভবত প্রথমবার ভারতকে হারায় পাকিস্তান।'

গাঙ্গুলীর এমন মন্তব্য শুনে চুপ থাকতে পারেননি পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াকার ইউনুস। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, 'আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। আমি মনে করি, আমরা বেশ ভালো ক্রিকেট খেলেছি। ভারতের বিপক্ষে (২০২১ বিশ্বকাপ) পাকিস্তান যে ম্যাচটি জিতেছিল, সেটি একপেশে ম্যাচ ছিল। কিন্তু আমরা যে ম্যাচটা হেরেছি (২০২২ বিশ্বকাপ) সেটি খুব কাছাকাছি ম্যাচ ছিল। তাই বলছি, তোমার যা মন চায় তা তুমি বলতেই পার। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সবসময় বড় ছিল। এই ম্যাচ এতটাই বড় যে, কারও কোনো বক্তব্যের আলাদা গুরুত্ব নেই।'

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক কারণে ২০১২ সাল থেকে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলছে না ভারত ও পাকিস্তান। আইসিসি বা এশিয়া ইভেন্টেই মুখোমুখি হয় দুই দল। ২০২১ সালের আগ পর্যন্ত বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতকে হারাতে পারেনি পাকিস্তান। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ওই বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়ে দেয় বাবর আজমের দল! পরের বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিরাট কোহলির অবিশ্বাস্য ইনিংসে ভর করে প্রতিশোধ নেয় ভারত।

মাইলফলকের ম্যাচে

কোহলির অনন্য কীর্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৫০০তম ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন বিরাট কোহলি। সেই ম্যাচকে সেঞ্চুরি দিয়ে আরও ভালোভাবেই রাঙালেন সাবেক এই ভারতীয় অধিনায়ক। যা সাদা পোশাকে তার ২৯তম শতক। এর মাধ্যমে কোহলি কিংবদন্তি স্যার ডন র‍্যাডম্যানের সমান সেঞ্চুরি করে তার পাশে বসেছেন। একইসঙ্গে ৫০০তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ডও এখন তার দখলে।

এর আগে সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলতে নেমে ৭৫টি সেঞ্চুরি করেছিলেন সাবেক ভারতীয় মাস্টার ব্যাটার শচীন টেন্ডুলকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এদিন কোহলি তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৭৬তম সেঞ্চুরি করে শচীনকে ছাড়িয়ে যান। যে দশজন ক্রিকেটার তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৫০০ বা তারও বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, কোহলি ছাড়া আর কেউই এই মাইলস্টোন ম্যাচে শতরান করতে পারেননি।

এর আগে স্যার ডন র‍্যাডম্যান ৫২টি টেস্টের ৮০ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ২৯ সেঞ্চুরি করেছেন। কোহলি ১১১ টেস্টের ১৮৭ ইনিংসে ব্যাট করে করলেন ২৯তম শতক। এছাড়া বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলির চেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি আছে কেবল জো রুট ও স্টিভ স্মিথের। ফরম্যাটটিতে রুট এখন পর্যন্ত ৩০টি ও স্মিথ ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিন পোর্ট অব স্পেনে এ মাইলফলকের দেখা পেলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। আগের দিন ৮৭ রানে অপরাজিত ছিলেন কোহলি। গতকাল দিনের সপ্তম ওভারে শ্যানন গ্যাব্রিয়েলের অফ স্টাম্পের বাইরের হাফ ভলিতে চার মেরে তিনি সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন।

সমালোচকদের

নিয়ে যা বললেন বাবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই ধারাবাহিক পারফর্ম করে চলেছেন বাবর আজম। তার অধিনায়কত্বে ২৬টি ওয়ানডে খেলে ১৭টিতে জয় পায় পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৭১ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ৪২টিতে জয় উপহার দেন বাবর। আর টেস্টের আদি ফরম্যাটে ১৯ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে তথা ৬০ শতাংশ জয় পায় পাকিস্তান।

টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে ম্যাচের তুলনায় বাবরের নেতৃত্বে টেস্টে প্রত্যাশিত জয় পায়নি পাকিস্তান। যে কারণে টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকে বাবর আজমকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন সাবেক তারকারা।

বৃহস্পতিবার শ্রীলংকার বিপক্ষে গল টেস্টে ৪ উইকেটের জয় পায় পাকিস্তান। গল টেস্টে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাবর আজম বলেন, সমালোচকদের নিয়ে আমার কাছে কোনো বার্তা নেই।

বাবর আজম আরও বলেন, দলের জয়ের ক্রেডিট সবার। তাদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই জয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের ফোকাস প্রতিটি সিরিজের দিকে, কিভাবে আরও উন্নত করা যায়। বাবর আরও বলেন, আমরা সম্ভাব্য সেরা একাদশ নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। মোহাম্মদ রিজওয়ান আমাদের প্রধান খেলোয়াড়। আমরা কন্ডিশন অনুযায়ী সম্ভাব্য সেরা একাদশ নিয়ে খেলার চেষ্টা করি। আমরা কারও ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করছি না। প্রত্যেকেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে পাকিস্তান দলে সুযোগ পাচ্ছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR